WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - X
BENGALI 2ND LANGUAGE
Answer key
Rabindranather Prati

১.ক) উ: কবি বুদ্ধদেব বসু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী থেকে বাণী লাভ করেছেন।

খ) উ: পৃথিবীজুড়ে কবি দেখেছেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের করাল ছায়া, যুদ্ধবাজ মানুষের রণহুঙ্কার আর দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুধার্ত মানুষের কাতর আর্তনাদ। কিন্তু এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতিও হার মেনেছে শান্তির ললিত বাণীতে। কবি মনে করেন সত্য শান্তি দয়া প্রেম এই বিশ্বকে এই করাল ছায়া থেকে রক্ষা করে। আর এই সত্যের বাণী কবির অন্তরে সদাজাগ্রত থাকায় কবি কোন কিছুতেই ভয় পান না।

গ) উ: আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখি যে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্য লোভীদের করাল ছায়া, মৃত্যুর হানাদারি, দৈনন্দিন মানুষের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনা, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর, দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে খাদ্যের সারিতে মানুষের প্রতীক্ষারত রূপকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি বিশ্বাস করেন মানবতার এই অত্যাচারকে লঙঘন করেই মানুষ সত্য ও শান্তির পথে এগিয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়েও তারা জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করবে।

ঘ) উ: কবি বিশ্বাস করেন যে অহিংসা, সহিষ্ণুতা পরদুঃখ কাতরতা অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির মূলকথা সেই সত্য শান্তি প্রেম মানুষকে তথা সমাজকে হানাহানি, হিংসা, দাঙ্গা, কালোবাজারি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করবে। মানুষ তার সামাজিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে একদিন সকলের ঊর্ধ্বে আসন নেবে আর সেটি হবে এই মানব সমাজের চরম পাওয়া। মৃত্যুর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই জীবনের জয় সংঘটিত হবে।

২. ক) উ: 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এই উক্তিটি করেছেন।

খ) উ: কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের লেখনী অর্থাৎ তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি থেকে জীবন যুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পেয়েছেন। কবিগুরুর লেখনী তাঁর কাছে বেঁচে থাকার অক্ষয় মন্ত্র।

গ) উ: রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত শাশ্বত মানবতার বাণীকেই কবি মানব সভ্যতার অক্ষয় মন্ত্র বলেছেন। জাতীয় দুর্যোগের দিনে সংকটের মুহূর্তে এই অক্ষয় মন্ত্র সাহস যোগাবে– সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা দেবে।

ঘ) উ: রবীন্দ্রনাথের মানবতার বাণী তথা অক্ষয় মন্ত্র ধ্বংসের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মানবতার বাণী, বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ এবং সত্য সুন্দরের অভীমন্ত্র সমগ্র ভারতবাসীকে দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করবার শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। কবি বুদ্ধদেব বসু অন্তরের অন্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয় বাণী দিয়ে বিশ্বাস করেন যে সত্যের জয় অবধারিত। ভারতের জাতীয় জীবনে দুর্যোগের ও সঙ্কটের দিনে রবীন্দ্রনাথের বাণী তথা অক্ষয়মন্ত্র মানুষকে প্রেরণা দেবে। সকল ভারতবাসী এক হয়ে রবীন্দ্র আদর্শের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমস্ত সংকট ও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠবে।